মেহেরপুরে বিএনপির ১৪ জন নেতা আটক

মেহেরপুরে অবরোধ সমর্থনে মিছিল করার সময় বিএনপির ১৪ নেতাকে আটক করেছে পুলিশ।

আজ রবিবার ভোরে জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী এলাকার একটি ইটভাটার সামনে থেকে ১১ জন এবং সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ৩ নেতাকে আটক করা হয়েছে।

আটকরা হলেন- মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, সাহারবাটি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শরিফ মালিথা, বামন্দী ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি নাহারুল ইসলাম, গাংনী পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি বশির আহমেদ, সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক কাবেল উদ্দিন, বামন্দী ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি মাহিদুর রহমান, সহসভাপতি আশরাফুল ইসলাম, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি আবু তাহের, যুগ্ম সম্পাদক রবিউল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সহসভাপতি আবু ইউসুফ মিরন, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস হোসেন, সহসভাপতি আলী রেজা।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক এমপি মাসুদ অরুন বলেন, গাংনীতে অবরোধ সমর্থনে মিছিল থেকে পুলিশ ২৭ জনকে আটক করার পরে ১৭ জনকে ছেড়ে দিয়েছে। সদরে বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি অভিযান চালিয়ে ৩ জনকে আটক করা হয়েছে।

এসকল আটকের নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, পুলিশ বিএনপির নেতাকর্মীদের ঘর ছাড়া করতে মাঠে নেমেছে। আগামী ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত কোন বিএনপির নেতাকর্মীকে তারা মেহেরপুরে থাকতে দেবে না বলে হুমকি ধামকি দিচ্ছে।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) আহসান খান বলেন, গাংনীর বামন্দী এলকার একটি ইটভাটায় বিএনপির নেতাকর্মীরা একত্রে হয়ে নাশকতার পরিকল্পনার করার সময় ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। সদর থানা পুলিশ বিভিন্ন স্থান থেকে তিনজনকে আটক করেছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মিলন, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মীর্জা টিপু,সাংগঠনিক সম্পাদক (২) শাহাবুদ্দিন সাবু, থানা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক শহীদুল ভুইয়া,পৌর বিএনপির প্রচার সম্পাদক কাজি মোস্তাক, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ তুফান, পৌর কৃষক দলের আহ্বায়ক কৃষিবিদ ফিরোজ উদ্দিন মানিক ও সদস্য সচিব মিজান সরকার, উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য সচিব হুমায়ূন কবির হিরা, পৌর ছাত্র দলের সদস্য সচিব ফজলে রাব্বি, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মনির হোসেন টুটুল, রিয়াজ হোসেন বেনজামিন,নাহিদ হোসেন টিপু, দোড়া ইউনিয়ন যুবদলের আহবায়ক ও সাবেক ইউপি সদস্য মহিদুল ইসলাম,যুবদল নেতা ইমরান,সোহান,ফয়সল,পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক সাইহাফ আল জাবির প্রমুখ, এ সময় উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতা- কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় উপজেলা ও পৌর বিএনপির বিজয় দিবস পালন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে নানান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। শনিবার সকালে বিএনপি নেতাকর্মিরা আলমডাঙ্গায় বিজয় দিবসের জাতীয় পতাকা উত্তোলন, র্যালি, শহীদ মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ এবং শহীদ জিয়া শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ৯টায় পৌর এলাকার ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন এলাকা থেকে র্যালিটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ মাজারে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য ও আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু।

উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আক্তার হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য ও পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, সাবেক কেন্দ্রীয় যুব নেতা এমদাদুল

হক ডাবু।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সহ-সাধারণ সম্পাদক মহাবুল হক মাস্টার, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আলি আজগর সাচ্চু, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা বিশ্বাস, সহ-সাধারণ সম্পাদক রমজান আলী, ডাউকি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবদার আলী, বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমজাদ আলী, নাগদাগ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি বোরহান উদ্দীন, খাসকররা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রশিদ, কুমারি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রকিবুল ইসলাম, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান, খাদেমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শেরেগুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সালাম মেম্বার, শাহিনুজ্জামান, রাজাবুল ইসলাম, আবু বক্কর সিদ্দিক, আলমগীর হোসেন লালন, আতাউল হুদা, শফিকুল ইসলাম, পলাশ। হাফিজুর রহমান তোতা, আব্দুল জব্বার, সালেহ মাসুদ লিপু আমিরুল ইসলাম পান্নু, আরজান আলী, আবুল হক মিঠু।

আলমডাঙ্গা উপজলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রকিবুল ইসলাম, পৌর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম কনক, যুবদলের যুগ্নআহবায়ক সাইফুল ইসলাম, হাফিজুর রহমান।

উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি জাহিদ হাসান শুভ, সাধারণ সম্পাদক ইমরান রাসেল, পৌর ছাত্রদলের সভাপতি আতিক হাসনাত রিংকু, রাজু আহমেদ, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন লিমন, পৌর মৎস্য দলের সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ হোসেন। এছাড়াও বিজয় দিবসের র্যালি ও আলোচনা সভায় উপজেলা, পৌর, ইউনিয়ন বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে নাশকতা মামলায় যুবদলের সদস্য আটক

জীবননগর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযান নাশকতা মামলায় যুবদলের সদস্যকে আটক করা হয়েছে।

আজ বুধবার জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি) এস.এম. জাবীদ হাসানের নিদেশে জীবননগর থানার এসআই(নি:) সিরাজুল আলম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে উপজেলার উথলী গ্রামের মাঝের পাড়ার নিজাম উদ্দীনের ছেলে নাশকতা মামলায় এজাহারে সন্দিগ্ধ আসামী মোঃ ইমরান হোসেন (২৮) আটক করে ।

আটককৃত আসামীকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আই বাড়লেও সম্পদ কমেছে সাবেক সাংসদ আব্দুল গনির

মেহেরপুর-২ (সংসদীয়-৭৪) আসনে বিএনপি থেকে নির্বাচিত দুই বারের সাবেক সাংসদ মো: আব্দুল গনি। বিএনপি থেকে নমিনেশন না পেয়ে একবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেছেন।

একাদশ সংসদ নির্বাচনে তিনি এলডিপি থেকে মনোনয়ন দাখিল করলেও পরবর্তীতে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন। আর এবার তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তৃণমূল বিএনপি থেকে। একাদশ ও দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে তার ব্যবসা থেকে আই বৃদ্ধি পেলেও খুইয়েছেন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ। হারিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা ভাতা।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি তৃণমূল বিএনপি থেকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। যাচাই-বাছাইয়ের পর তাঁর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষিত হয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় তার বার্ষিক আয়, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের যে বিবরণী দেওয়া আছে তার সাথে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য মিলেছে।

বর্তমানে হলফনামা অনুযায়ী মোঃ আব্দুল গনির পেশায় ব্যবসায়ী। ব্যবসা থেকে তার বার্ষিক আয় হয় ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। তার অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে মাত্র ৩০ হাজার টাকার ইলেকট্রনিক সামগ্রী ও ৪৫ হাজার টাকা সমমূল্যের আসবাবপত্র। আর তার স্ত্রী রয়েছে ৮৫

হাজার টাকা সমমূল্যের স্বর্ণালংকার।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় জমা দেয়া হলফনামাতে ব্যবসা থেকে তার বার্ষিক আয় ছিল তিন লাখ ৩০ হাজার টাকা এবং মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বাবদ বছরে তার আয় ছিল ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। তার নিজের ছিল ১৫ ভরি স্বর্ণ, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ছিল ৪৫ হাজার টাকার ও আসবাবপত্র ছিল ৩০ হাজার টাকা সমমূল্যের। অপরদিকে তার স্ত্রীর নামে ৩০ লাখ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট ছিল পাশাপাশি উপহার সূত্রে পাওয়া দুই ভরি স্বর্ণালংকার ছিল।

বর্তমানে আব্দুল গনির স্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে নামীয় শুধু একটি দ্বিতল বাড়ি। তবে তার স্ত্রীর বর্তমানে কোন স্থাবর সম্পদ নেই। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে হলফনামা অনুযায়ী তার স্ত্রীর গাজীপুরের জয়দেবপুরে ২ হাজার বর্গফুটের একটি দোতলা বাড়ি ছিল। আর আব্দুল গনির ৫ বিঘা কৃষি জমি, ঢাকার বনানীতে ২৮ লাখ টাকা সময় মূল্যের ৩ কাঠা ১৪ ছটাক অকৃষি জমির প্লট এবং গাংনীতে ১০ শতক জমির উপরে একটি দ্বিতল বাড়ি, যার মূল্য দেখানো হয়েছিল ২৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে চুয়াডাঙ্গা বিএনপির মানববন্ধন

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় জেলা বিএনপি মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। মানববন্ধন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিএনপিসহ সহযোগি সংগঠনের নেতা কর্মীরা।

আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে জেলা বিএনপির আয়োজনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে প্রায় ঘন্টা ব্যাপি জেলা বিএনপি মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। মানববন্ধনে প্রধান অতিথি এ্যাডভোকেট মানি খন্দকার বলেন, দেশে ভোট, ভাতের, কথা বলার অধিকার নেই। গত ১৫ বছরে বহু নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

তাদের খুন গুম করা হয়েছে। তাদের পরিবার রাজপথে কান্নাকাটি ও বিচার চেয়েও কোন কিছু হয়নি। মানবাধিকার কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা দেশে গণতন্ত্র চায়।

জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ও জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য রউফুন নাহার রিনা সভাপতির বক্তব্যে বলেন, পুলিশ আমাদের মহিলা নেত্রীসহ অনেক নেতাকর্মী সরিয়ে দিয়েছে। তারা গালাগালি করেছে। আর আমাদের ১০ মিনিটের মধ্যে প্রোগ্রাম শেষ করতে বলেছে। আমরা কোন দেশে আছি, দেশে কোনো আইনের শাসন নেই, গণতন্ত্র নেই।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিতি ছিলেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান, কেন্দ্রীয় জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দলের সদস্য আবু বক্কর সিদ্দীক, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক জাহানারা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক নাসরিন আক্তার, সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক শিরিন জামান, জেলা মহিলা দলের দপ্তর সম্পাদক ও আলমডাঙ্গা উপজেলা মহিলা দলের বর্ণি আক্তার, জীবননগর উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি পেয়ারা বেগম, সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রেবেকা সুলতানা প্রমুখ।

পরে জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভিন কয়েক জন নেতা কর্মীকে সাথে নিয়ে মানববন্ধন স্থলে আসেন। তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গায় কোন হরতাল, মানববন্ধন, অবরোধসহ অন্য কোন কিছু করতে দেবনা। যে দলের কোন অস্তিত্ব নেই সেই দল কোন কর্মসূচি পালন করতে পারবেনা, আমরা প্রতিহত করবো।

ঝিনাইদহে বিএনপির মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। রোববার (১০ডিসেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের সড়কে এ কর্মসূচী পালিত হয়।

এতে বিএনপি, মহিলা দলসহ উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা আলাদা আলাদা ব্যানার নিয়ে অংশ নেয়। কর্মসূচীতে কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, জেলা বিএনপির উপদেষ্টা ও ঝিনাইদহ আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাড. রবিউল ইসলাম, পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এ্যাড. শামসুজ্জামান লাকি, জেলা বিএনপির মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক এ্যাড. জাকারিয়া মিলন, মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক তহুরা খাতুন, জেলা বিএনপির আইন বিষয়ক সহ-সম্পাদক এ্যাড. আব্দুল আলিমসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, বিএনপির চলমান আন্দোলন ঘিরে সরকার পুলিশ বাহিনী দিয়ে নিরীহ কর্মীদের মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করে কারাগারে রেখেছে। মাসের পর মাস তাদের পরিবারের সদস্যরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। মিথ্যা, বানোয়াট মামলা দিয়ে গ্রেফতার করিয়ে হাজতে দেওয়া চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন। তাই দ্রুত এসব নেতাকর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানান তারা।

গাংনীতে নাশকতা মামলায় ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি গ্রেফতার

নাশকতার মামলায় গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও চেংগাড়া সিএফএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আল হেলালকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (৫ ডিসেম্বর) ভোররাতের দিকে থানা পুলিশের একটি টিম প্রধান শিক্ষক আল হেলালের গাংনী শহরের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আল হেলাল গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের হাজু বিশ্বাসের ছেলে।

ওসি তাজুল ইসলাম জানান,বিশেষ ক্ষমতা আইনে পুলিশের দায়ের করা মামলা নং ২, তারিখে ২/১২/২৩ এর আসামি প্রধান শিক্ষক আল হেলাল।

আজ মঙ্গলবার (৫ ডিসেম্বর) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এদিকে প্রধান শিক্ষক আল হেলালকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন। অবিলম্বে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার মুক্তি দাবি করেন তিনি।